দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 SEP 2007 পৃঃ ১ কঃ ১

৪০ শিক্ষক

রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযুক্ত তিন শিক্ষক গতকাল আত্মসমর্পণ করলে আদালত তাদের জামিন না মঞ্জুর করে জেলহাজতে পাঠায় -ইত্তেফাক

# রাবির চার্জশিটভুক্ত তিন শিক্ষকের আদালতে আত্মসমর্পণ ॥ জেলে প্রেরণ

॥ রাজশাহী অফিস ॥

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দায়ের করা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি গণযোগাযোগ বিভাগের তিন শিক্ষক আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন। তারা হলেন গণযোগাযোগ বিভাগের অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস, সহযোগী অধ্যাপক সেলিম রেজা নিউটন ও আবদুল্লাহ আল মামুন। বুধবার দুপুরে রাজশাহীর দ্রুত বিচার আদালতে আত্মসমর্পণ করলে বিচারক ফজলুল করিম চৌধুরী তাদের (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

## রাবির চার্জশিটভুক্ত

(প্রথম পৃঃ পর)

জামিন না-মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। বেলা ১২ টার দিকে তারা আত্মসমর্পণের জন্য হাজির হন দ্রুত বিচার আদালতে। এ সময় শিক্ষকদের আইনজীবীরা কারাগারে তাদের ডিভিশন প্রদানের জন্য আবেদন জানালে আদালত তিন শিক্ষককে জেল কোড অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

আদালতসূত্রে জানা যায়, ২২ আগস্টের ঘটনায় জরুরি আইন ভঙ্গের অভিযোগে মতিহার থানার ওসি ফেরদৌস আলমের দায়েরকৃত মামলার চার্জশিটে অভিযুক্ত করা হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য প্রফেসর সাইদুর রহমান খান, রাবি প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের আহবায়ক প্রফেসর আব্দুস সোবহান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নাট্যকার অধ্যাপক মলয় কুমার ভৌমিক, গণযোগযোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সেলিম রেজা নিউটন ও আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে।

এদিকে একটি গোয়েন্দা সংস্থার রাজশাহী বিভাগীয় উপ-পরিচালক শওকত আলীর দায়েরকৃত মামলার চার্জশিটে অভিযুক্ত করা হয়েছে রাবি ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক গোলাম সাব্বির সাত্তার তাপু ও চৌধুরী সারোয়ার জাহান সজল, জনসংযোগ দপ্তরের তথ্য অফিসার সাদেকুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা মার্কেটিং এমবিএ'র ছাত্র সরদার আওয়াজ, একই বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র দিপায়ন সরকার দ্বীপ, মিজানুর রহমান মিঠু, ফখরুল ইসলাম, আবু সায়েম, আতাউর রহমান আজিজ বিন কমল, শামীম আহমেদ, কাজী আব্দুল লতিফ ও শাখাওয়াত হোসেনকে। এদের বিরুদ্ধে গত ২২ আগস্ট রাবি ক্যাম্পাসে গোয়েন্দা সংস্থার উক্ত উপ-পরিচালকের গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের অভিযোগ আনা হয়েছে।

দুই মামলার চার্জশিটভুক্ত ১৯ আসামির মধ্যে সাবেক ভিসি সাইদুর রহমান খান, প্রফেসর আব্দুল সোবাহান, মলয় কুমার ভৌমিক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা সাদেকুল ইসলাম বর্তমানে জেল হাজতে রয়েছেন। অপর ৫ শিক্ষকের মধ্যে গোলাম সাব্বির সাত্তার তাপু ও চৌধুরী সারোয়ার জাহান সজল বর্তমানে পলাতক রয়েছেন। রবিবার আদালত এই ৫ শিক্ষকসহ অন্য পলাতক আসামিদের ৩ দিনের মধ্যে আদালতে আত্মসমর্পণ, অন্যথায় গ্রেফতারি পরোয়ানার নির্দেশ দিয়েছেন। গতকাল ছিল এর শেষ দিন।